৭ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বুধবার, ১৯ চৈত্র, ১৪২০, ২ এপ্রিল ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিটি মানুষেরই জন্মগতভাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। অটিস্টিকসহ সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এ মর্যাদা ভোগের সমান অধিকার রাখে। প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্রের একটি অংশ। প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা করার সময় শেষ হয়েছে। তাদের অধিকার এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সবাই তাদের অধিকার ভোগ করবে। প্রতিবন্ধীরাও পাবে সমান সুযোগ, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী সায়মা হোসেন পুতুল একজন মনোবিশেষজ্ঞ হিসাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অটিজমসহ নিউরো-ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কার্যক্রমকে সংগঠিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত তারই উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে জাতিসংঘের ৬৭তম অধিবেশনে একটি প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর গৃহীত হয়।

পুতুলের উৎসাহ ও পরামর্শে অটিস্টিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমি নিজেও ধারণা পাই ও কাজ করতে আগ্রহী হই। বর্তমানে সে Awareness to work অর্থাৎ শুধুমাত্র সচেতন হয়ে বসে থাকাই যথেষ্ট নয়, এদের জন্য কাজ করতে হবে - এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে অটিজম বিষয়ক কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে চলেছে।

অটিস্টিক শিশুদের সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে তারাও তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। এসব শিশুদের বিশেষ চাহিদা সমূহকে মাথায় রেখে তাদের যত্ন নেয়া সম্ভব হলে এরা দেশের অমূল্য সম্পদ হবে। এ বিষয়ে আমি এবং আমার সরকার বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছি।

প্রিয় সুধী,

উন্নয়নের সুষম বন্টন এবং তা সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে না দেওয়া গেলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই অটিস্টিকসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারার বাইরে রেখে সুষম উন্নয়ন হবেনা। আমাদের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার

অনুযায়ী আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং ''নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন, ২০১৩'' নামে দুটি আইন পাশ করেছি। এবারে সরকার গঠনের পর দুই আইনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

উপস্থিত সুধী,

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মুল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা ১৯৯৯ সনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করি। এ ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলয় ৭৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু হয়েছে। এ সব কেন্দ্রের সাথে একটি করে অটিজম কর্নার চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম আমরা উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করবো। অত্যন্ত গর্বের বিষয় হলো আমাদের এই কর্মসূচি বর্তমানে দেশের বাইরেও অনেকে অনুসরণ করছেন।

প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি করে প্রতিবন্ধী কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, অটিজম রিসোর্স সেন্টার ও অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন থেকে ইশারা ভাষার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আমরা অটিস্টিক শিশুর মায়েদের জন্য প্রাত্যহিক লালন-পালনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি।

ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রবণ, বুদ্ধি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের এসব ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে। সারা দেশের ৫৫টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঢাকার মিরপুরে একটি মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এ কমপ্লেক্সে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ ২৭৫ জন প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তির জন্য শেল্টার হোমের ব্যবস্থা থাকবে।

একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এর বাইরে নয়। প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা বাংলাদেশের জন্য দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে। প্রতি বছরে স্পেশাল অলিম্পিকস্-এ তারা পদক অর্জন করছে। গত বছরও তারা প্রায় শতাধিক পদক অর্জন করেছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকার সাভারে একটি বহুমূখী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া ও শরীর চর্চার সুবিধা থাকবে।

আগামীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। আমি অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানাবো, আপনারা এই শিশুদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখবেন না। তাদের বাইরে নিয়ে আসুন। স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিন।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ''সেন্টার ফর নিউরো-ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (সিনাক)'' প্রতিষ্ঠা করেছি। একই সঙ্গে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু করেছি। দেশের প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে 'প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তর' এ রূপান্তরের ঘোষণা প্রদান করেছি।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

সারা দেশে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোন সঠিক পরিসংখ্যান ছিল না। এজন্য গত অর্থ বছর থেকে সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করছি, এ বছরের মধ্যে অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান সম্পন্ন হবে। তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

প্রিয় সুধী,

সরকার প্রতিবন্ধীদের অধিকার, উন্নয়ন ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ''জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯'' এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত ''Access to Information'' প্রকল্পের আওতায় ই-তথ্যকোষ এ একটি উইন্ডো খোলা হচ্ছে। উপজেলা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা নিশ্চিত করতে কাজ শুরু করেছে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ভাই-বোনেরা এই কর্মসূচির আওতায় ই-তথ্য সেবা পাচ্ছে।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আমি জানি, অটিস্টিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুর বাবা-মা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকেন। বিশেষ করে তাদের অবর্তমানে এই শিশুরা তাদের সম্পদের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করবে তা নিয়ে চিন্তা করেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা অটিস্টিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের সকল অটিস্টিক ব্যক্তি, তাদের পরিবারের সদস্য এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি অটিস্টিক শিশুর বাবা-মাদের যারা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সন্তানের সম্ভাবনা বিকশিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অটিস্টিক শিশুদের জাতীয় জীবনের মূলধারায় যুক্ত করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে আজকের এই আয়োজনে যারা অবদান রেখেছেন এবং যেসকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষ এবং তাদের আপনজন দূরদূরান্ত থেকে এসে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল অটিস্টিক ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে- এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...